হযরত ইব্রাহীম (আ:) , পর্ব-৪

পর্ব-৩ এর পর থেকে

তিনি বাচ্চাদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সেই মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-একবার স্বপ্নে দেখলেন, একটি মনোরম বাগানে একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার সাথে অহরহ শিশু খেলা করছে আনন্দ করছে এবং সে মানুষ টি ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং সেই শিশুগুলো ছিল দুনিয়াতে যারা শৈশবে ইন্তেকাল করেছে এবং তিনি শিশুদের এতটা ভালোবাসতেন দেখে জান্নাতে সেই শিশুরা তার সাথী হবে এবং অনাবিল আনন্দে তার সাথে সময় কাটাবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বয়স তখন আনুমানিক ৮৫ মা সারাহ’র ও বয়স হয়েছে অনেক মা হওয়ার বয়স নিঃসন্দেহে পার হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি খেয়াল করলেন হাজেরা তখনও যুবতী এবং তার পক্ষে মা হওয়া সম্ভব ছিল। তার স্বামীর প্রতি প্রবল ভালোবাসা থেকে মা সারাহ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বললেন তিনি যেন হাজেরাকে বিয়ে করে ফেলেন। একজন পুরুষের জন্য কখনোই বোঝা সম্ভব না একজন স্ত্রী নিজ থেকে এমন একটি প্রস্তাব দিতে হলে তাকে কতটা নিঃস্বার্থ হতে হবে কতটা বিসর্জন দিতে হবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম অবশেষে তার স্ত্রীর প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং মা হাজেরাকে বিয়ে করলেন এবং আল্লাহর বিশেষ রহমতে কিছুদিনের মাথায় মা হাজেরা গর্ভবতী হলেন এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের প্রথম সন্তান ইসমাইল আলাইহিস সালাম জন্ম গ্রহণ করলেন। একের পর এক ফিৎনার জীবনে এত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এত প্রতীক্ষার পর ৮৬ বছর বয়সে বাবা হওয়ার পর তার সন্তানের প্রতি তার স্নেহ কতটা প্রগার ছিল তা বর্ণনার উর্ধ্বে। কিন্তু মা সারাহ তার স্বামীর জন্য এতটা বিসর্জন দেওয়ার পর তার জন্য এসব কিছু আর নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি ইতিমধ্যেই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের খুশির জন্য যা করেছেন তা হয়তো কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার স্বামীর দ্বিতীয় সংসারের আনন্দের নীরব প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকা তার জন্য সম্ভব ছিল না।

তিনি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বললেন তুমি হাজেরা আর ইসমাইলকে অন্য কোথাও গিয়ে রেখে আসো। প্রিয়তমা স্ত্রীর এই অনুরোধ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। কিন্তু যার সাথে জীবনের এতটা পথ একসাথে পাড়ি দেয়া, যার বিসর্জনের কারণেই তার

বাবা হওয়ার এত বছরের ইচ্ছা পূরণ হওয়া, সেই জীবনসঙ্গীর কথা তিনি উপেক্ষা করেন কি করে। তিনি হাজেরা এবং ইসমাইল আলাইহিস সালামকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং আল্লাহর ওয়াহী অনুযায়ী পাড়ি দেন বহুদূর পথ। তিনি তার গন্তব্য স¤পর্কে অবগত ছিলেন না জীবনের সব পরীক্ষার মতো এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও ইব্রাহিম আলাইহিসালাম পুরোপুরি ভরসা রাখলেন আল্লাহর উপর। আল্লাহ তাকে ওয়াহীর মাধ্যমে পথ দেখিয়ে দিলেন এক ধুধু মরুভূমির মাঝখানে। সেই জনমানবহীন অঞ্চলের নাম তখন ছিল বাক্কাহ যা পরবর্তীতে মক্কা নামে পরিচিত হয়। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তিনি মা হাজেরা ও শিশু ইসমাইলকে কর্কশ সেই মরুভূমির মাঝে রেখে কোনো কথা না বলে ফিরে যেতে লাগলেন। পুরুষের প্রকৃতি হল সে সব সময় তার পরিবারকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, তাদের নিরাপদে রাখার জন্য সে ব্যক্তিগত ভাবে সকল প্রকার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত।

সেই জায়গায় তার প্রকৃতির ঠিক বিপরীতে গিয়ে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তার স্ত্রী ও সন্তানকে এক অচীন মরুভূমির মাঝখান দিয়ে স্বেচ্ছায় রেখে আসা যে কত বড় পরীক্ষা ছিল, তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তাকে ফিরে যেতে দেখে মা হাজেরা বললেন আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আমাদের কিভাবে রেখে যাচ্ছেন কেন? গভীর শোকে হোক বা আল্লাহর আদেশক্রমেই হোক ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাকে কোন উত্তর দিতে পারলেন না। মা হাজেরার উপলব্ধি হলো আল্লাহর ওয়াহী ছাড়া ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কখনই এমনটা করার কথা না। তিনি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের এখানে রেখে যাওয়ার আদেশ করেছেন, এবার ইব্রাহিম আলাইহিসালাম উত্তরে বললেন হ্যা, ব্যাস এতটুকুই তাদের দুজনের জন্য যথেষ্ট ছিল।

আশপাশে পানি নেই, কোন প্রকার আশ্রয় নেই, কিন্তু এটা আল্লাহর আদেশ ছিল এতটুকু জেনেই মা হাজেরা তার এই সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবেই মেনে নিলেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অল্প কিছু রেখে যাওয়া খাবার দাবার ফুরিয়ে যেতেই ক্ষুদার্ত তৃষ্ণার্ত ইসমাইল কান্না আরম্ভ করল। মা হাজেরা দুই পহাড়ের মধ্যে ছোটাছুটি করতে আরম্ভ করলেন যদি কোন আশ্রয় পাওয়া যায়, যদি কোন পানীর সন্ধান পাওয়া যায়। সাফা আর মারওয়া পাহাড়ে সাতবার তিনি এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ছুটলেন একটি মানুষের সন্ধান পাওয়া গেল না। কোন মানুষের সন্ধান পাওয়া না গেলেও সাধারণ কোন মানুষের চেয়েও অনেক

মর্যাদাবান কাউকে আল্লাহ মা হাজেরার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, স্বয়ং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তার সামনে দেখা দিলেন এবং তিনি তার পায়ে গোড়ালি দিয়ে মাটিতে এমন ভাবে আঘাত করলেন যে সেখান থেকে অঝোরে পানি বের হতে লাগল এবং এমন ভাবে পানি বের হতে লাগল যেন গোটা উপত্যকায় পানি দিয়ে ভরে যাবে। মা হাজেরা তখন জম জম থাম থাম বলে মাটি উঁচু করে সেখানে কুয়োর মত বানিয়ে দিলেন এবং সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমরা সেই অলৌকিক জমজমের পানি খাই। তিনি যেভাবে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তার তাকদীর মেনে নিয়েছেন আমাদেরকেও আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আমাদের তাকদীর মেনে নিতে হবে।

আমরা যে যেই সামাজিক অবস্থাতে জন্ম নেই না কেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যারা আর্থিক সংকটে জন্ম নেন তাদের জীবনের চ্যালেঞ্জ একরকম, যারা যুদ্ধের মাঝে জন্ম নেন তাদের চ্যানেলগুলো আরেকরকম, মা হাজেরার মতো আমরা যদি আমাদের পরিস্থিতি মেনে নেই এবং আল্লাহর উপর ভরসা করি তাহলে আল্লাহ আমাদের অবশ্যই সাহায্য করবেন। কিন্তু শুধু তাই নয় প্রতিবছর পবিত্র হজ্জে মানুষ মা হাজেরার মতো সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ে সাতবার সায়ী করে বা ছুটে চলে, নিজেকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য যে শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকলেই হবে না আমাদেরকে নিজ উদ্যোগে সমাধান খুজতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে কোন পথ কোন উপায় না থাকলেও সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে বাধা অতিক্রম করার জন্য। আমরা যদি আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করি তাহলে অলৌকিক ভাবে ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও আলোর পথ পেরিয়ে আসবে।

ঠিক যেমন মা হাজেরার কাছে জিবরাঈল আলাইহিস সাল্লাম এসেছিলেন, তবে তিনি সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ে ছুটে চলার পর তার আগে নয়। অলৌকিক জমজমের পানি দেখা দেয়ার পর সে অঞ্চলে পাখিরা ঘোরাফেরা করা শুরু করলো। কিছুদিন পর বনু জুরহুম গোত্রের এক ব্যবসায়ী কাফেলা সেখান দিয়ে ভ্রমণ করছিল। ধুধু মরুভূমির মাঝখানে এত পাখির আনাগোনা দেখে তারা সেদিকে কৌতুহল নিয়ে এগিয়ে গেল। মা হাজেরাকে সেখানে দেখে বুঝতে পারলো তার উপরে নিশ্চয়ই আল্লাহর বিশেষ রহমত রয়েছে। তারা জমজমের পানি খাওয়ার জন্য তার কাছে অনুমতি চাইল এবং তার অবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলো। মা হাজেরা একটি শর্ত প্রদান করলেন, যে তাদেরকে সেই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে হবে এবং তারা সে শর্ত মেনে নিল। জমজমের কুয়া কে ঘিরে একটি নতুন জনবসতি গড়ে উঠলো যেখান থেকে প্রাচীন আদনানী আরব জাতির শুরু এবং যে গোষ্ঠী থেকেই পরবর্তীতে কুরাইশ বংশের উৎপত্তি। ইসমাইল আলাইহিস সালাম বনু জুরহুম গোত্রের

লোকদের সাথে আনন্দে বেড়ে উঠতে লাগল এবং তারাও ছোট্ট ইসমাইলকে অত্যন্ত ভালোবাসতো।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মাঝে মাঝে তাদের দেখতে আসতেন, কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর জীবন মানেই যেন একের পর এক পরীক্ষা। জীবনের এই পর্যায়ে এসে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম একটি স্বপ্ন দেখতে লাগলেন এবং বারংবার এই স্বপ্ন দেখার ফলে তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। একটা পর্যায়ে তিনি বুঝতে পারলেন তিনি স্বপ্নে দেখেছেন তা আসলে আল্লাহর তরফ থেকে তার প্রতি একটি আদেশ। তিনি তার আদরের সন্তান ইসমাইলকে নিয়ে স্বপ্নটা দেখলেন, তাই তার সাথেই শেয়ার করলেন। তিনি ইসমাইলকে ডেকে বললেন বাবা আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি তোমাকে কুরবানী করছি। তোমার কি মনে হয় এর মানে কি? ছোট্ট ইসমাইল আলাইহিস সালাম তার বাবাকে বললেন, হে আমার আদরের বাবা আল্লাহ যা হুকুম করেছে আপনি তাই করুন ইনশাআল্লাহ আমি সবর করব।

নিজের সন্তানের কাছ থেকে এমন উত্তর পেয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মনের অবস্থা কেমন ছিল তা আমাদের জন্য বোঝা অসম্ভব। একদিকে এমন কঠিন পরীক্ষার মুখে নিজের সন্তান এতটা দৃঢ় ঈমানের পরিচয় দিয়েছে, তা দেখে নিশ্চয়ই গর্বে বুকটা ভরে গিয়েছিল। সেইসাথে তিনি নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছেন এখন আর পিছু হটার সুযোগ নেই এখন সময় এসেছে আল্লাহর হুকুম পালনের সন্তানকে কোরবানি করার। নিজের মনকে শক্ত করে ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম তাঁর প্রিয় সন্তানকে নিয়ে হেঁটে চললেন তাকে কোরবানি করার জন্য। এরকম নাজুক মুহূর্তে শয়তান এসে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর সামনে হাজির হয় মানুষের রূপ নিয়ে তার মনে সন্দেহ তৈরি করার চেষ্টা করে, ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তখন শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর মারেন তিনবার শয়তান তার সামনে হাজির হয় তিনবার তিনি তাকে পাথর মেরে সরিয়ে দেন। অবশেষে ইসমাইল আলাইহিস সালাম মাথা নিচু করে কোরবানি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য নিজ সন্তানকে কোরবানি দেওয়ার জন্য ছুরি তুলে ধরেন এবং সেই মুহূর্তেই আল্লাহর ওয়াহী নাযিল হয়, আল্লাহর হুকুমে শেষ মুহূর্তে ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কোরবানি হয়ে যায়। বাবা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালাম ঘরে ফেরেন আল্লাহর পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন মা সারাহ (আ.) কাছে ফিরে গেলেন এবং স্বাভাবিক ভাবে জীবন-যাপন করতে লাগলেন।

একদিন তার বাসায় কিছু মেহমান আসলো, তিনজন অত্যন্ত সুদর্শন ব্যক্তি তার দরজায় এসে টোকা দিল, ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তাদের

চিনতে পারলেন না। কিন্তু তার মন এতটাই উদার ছিল যে তিনি তাদের সালাম দিয়ে হাসিমুখে ঘরের ভেতর আমন্ত্রণ করে নিলেন, ভাবলেন হয়তো তারা মুসাফির একটু বিশ্রামের জন্য তার ঘরে এসেছে, তাই তিনি তাদের ভেতরে বসিয়ে খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঘরে কি কোন খাবার আছে মা সারাহ বললেন এই যে অল্প কিছু মাংস আছে। ইব্রাহিম আলাইহিসালাম এর লজ্জা হলো মেহমানদেরকে আগের রয়ে যাওয়া মাংস পরিবেশন করতে।

পুরোপুরি অজানা এ মেহমানদেরকে খেদমত করার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর একটি গরু জবেহ করবেন। একটা গরু এখন যেমন দামী তখনও তেমনি দামী ছিল, পার্থক্য এতটুকুই বর্তমান সময়ে একটা মাঝারি সাইজের গরু ৪০ ৫০ হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয় তখন হয়তো স্বর্ণের বিনিময়ে কেনা হতো। কিন্তু অপরিচিত মেহমানের জন্য একটা গরু জবাই দিয়ে তাদের খেদমত করা হবে। এমন উদারতার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না এবং হয়তো তারই আশ্চর্য মেহমানদারীর জন্য ইব্রাহিম আলাইহিসালাম কে লোকেরা আবু দইফান বলে ডাকতেন যার অর্থ মেহমানদের পিতা বা আধুনিক বাংলায় অনুবাদ করলে মেহমানদারীর গুরু।

(চলবে…)

সংকলনে: প্রকাশক,মেহেরপুর প্রতিদিন।

হযরত ইব্রাহীম (আ:) , পর্ব-৩

পর্ব-২ এর পর থেকে

অতঃপর সিদ্ধান্ত হলো তাকে একটি বড় আকারের ক্যাটাপল ব্যবহার করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে ক্যাটাপলের সাথে বাধা হলো তিনি তার সবটুকু ভরসা রাখলেন আল্লাহর উপর। এবং দোয়া করে বললেন: আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি, তিনিইতো শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনের দিকে নিক্ষেপ করা হলো।

বৃষ্টির ফেরেশতা ভাবতে লাগল তখন আমার কাছে বৃষ্টি নিয়ে নেমে

যাওয়ার হুকুম আসবে। আর কখন আমি এই আগুনটাকে নিভিয়ে দেব। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। সেই মুহূর্তের ভেতরেই তিনি আগুন কে হুকুম করে বললেন: আগুন তুমি ঠান্ডা হয়ে যাও। আর ইব্রাহিমের জন্য নিরাপদ হয়ে যাও এবং মুহূর্তের ভেতরেই আগুন তার রবের হুকুম পালন করে ঠান্ডা হয়ে গেল। এবং সে ছিল এক প্রশান্তিময় ঠান্ডা এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ যদি আগুনকে শুধু অর্থাৎ ঠান্ডা হতে বলতেন তাহলে আগুন তার রবের হুকুম পালনের তাগিদে এমনভাবে ঠান্ডা হতো যে তাতে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম আঘাত পেতেন। কিন্তু তার প্রতি সহানুভূতিশীল যে তিনি আগুনকে হুকুম করার সময় যোগ করলেন অসালামা এবং নিরাপদ শান্তিময় হয়ে যাও।

য়ার কারণে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম ছিলেন সেখানে পুরোপুরি নিরাপদ। সবাই যখন আগুনের দিকে চেয়ে ছিল হয়তো ভাবছিল তাদের সমাজের ছেলেটা বখে যাওয়ার পর কি এক পরিণতি হলো। যখন ভাবছিল এই আগুন নিভে গেলে হয়তো ইব্রাহিমের লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই ভাবনাগুলো ভেঙে দিয়ে অশরীরীর নেয় পাহাড়ের মতো উঁচু দাও দাও করে জ্বলতে থাকা আগুন থেকে হেঁটে হেঁটে পুরোপুরি অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে আসেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। সেই ঘটনার পর থেকে কেউ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে ¯পর্শ করার সাহস পেত না। সবার থেকে দূরে দূরে সরে থাকতে এবং তারই অলৌকিক ঘটনার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পরল।

সে সময় ব্যাবিলনের রাজার নাম ছিল নামরুদ। সে ছিল এক কঠোর স্বৈরাচারী শাসক। যার দাম্ভিকতা এতটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল সে নিজেকে প্রভু বলে দাবি করত। যখন তার কানে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আগুন থেকে জীবিত বের হয়ে আসার ঘটনা পৌঁছাল সে তাকে ডেকে পাঠালো। ইব্রাহিম আলাইহিসালাম রাষ্ট্রপর্যায় তৌহিদের বাণী প্রচার করার সুযোগ গ্রহণ করলেন। নমরুদ ইব্রাহিম কে জিজ্ঞেস করল, তুমি কার উপাসনা কর? আজ পর্যন্ত যত মানুষকেই এই প্রশ্ন করেছিল সবাই একই উত্তর দিয়েছিল আপনি আমাদের প্রভূ হে নমরুদ। কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমার রব তিনি যিনি জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন। নমরুদ এতটাই উদ্ধত মানসিকতা ধারণ করলো যে সে বললো আমি তো জীবন দেই এবং মৃত্যু দান করি।

এবং এরপর সে একজন মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি কে মুক্ত করে দিল এবং একজন নিরীহ ব্যক্তি কে মৃত্যুদন্ড দিয়ে দিলো এবং এর মাধ্যমে বোঝাতে চাইল জীবন এবং মৃত্যু তারই হাতে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন দেখলেন নমরুদ এতটাই মাথামোটা যে সে তার এই বিচারহীনতাকে জন্ম এবং মৃত্যু দেওয়ার ক্ষমতা হিসেবে মনে করছে। তিনি তার রবের

[illegible], [illegible]

[illegible] ([illegible]…)

[illegible]: [illegible],[illegible]

[illegible] ([illegible]:) , [illegible]-[illegible]

[illegible]-[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]

দাঁড়িয়ে আছেন একজন যুবক। নাম তার ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম এবং তাঁর হাত ধরেই পাল্টে যায় গোটা মানবজাতির ইতিহাস। শহরবাসীরা ফিরে এসে হতবাক। তাদের এমন সর্বনাশ কে করল। তারা যখন উৎসবে আনন্দ করছিল তখন কে এসে তাদের সব দেবতাদের এভাবে ধ্বংস করে দিল। একমাত্র আযারের ছেলে ইব্রাহিমই তো এলাকায় ছিল। বাকি সবাই তো তাদের সাথেই এই উৎসবে উপস্থিত ছিল। সবাই মিলে বলল ইব্রাহিমকে ডাকা হোক সে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে জানে। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম কে সবার সামনে হাজির করা হলো। এবং জিজ্ঞেস করা হলো এ ব্যাপারে কিছু জানে কিনা।

ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম বললেন: আমি কি করে জানব, তোমরা বরং তোমাদের বড় দেবতাকে তাকে জিজ্ঞেস করো। হাতুরিটাতো ওর গলায় ঝুলছে। তার কথা শুনে শহরবাসীরা আরো রেগে গেল। এই মূর্তি কি করে বাকি মূর্তিদের ভাঙবে। যখন সে নিজেই নড়তে পারে না। যখন তার কোন প্রাণ নেই। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম বললেন: তোমরা নিজেরাই যখন জানো এই মূর্তিগুলো জীবিত নয়, তারা স্রেফ পাথর। তাহলে তাদের কেন অযথা প্রার্থনা কর। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম এর এই প্রশ্নগুলো সমাজের মানুষদের এতটাই ভাবিয়ে তুললো, যে তারা সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেল।

আল্লাহ সূরা আম্বিয়াতে বলেন: এখানে আল্লাহ তাআলার যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তারা তাদের অনুভূতি গুলোকে একেবারে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। আল্লাহ বলেন তারা নিজেদের অন্তরের দিকে তাকাল অর্থাৎ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের অত্যন্ত যুক্তিসংগত কথা শুনে তারা আসলে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করল। এবং একপর্যায়ে তারা একে অপরকে দোষারোপ করা শুরু করলো। বলতে লাগলো নিশ্চয়ই তোমরা অন্যায় করেছো।

কিন্তু এরপর আল্লাহ বললেন: এই আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ হল, এরপর তারা তাদের মাথার ওপর ঘুরে গেল এখানে মূলত আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন যে পরক্ষনেই তারা তাদের অবস্থান থেকে পুরোপুরি সরে আসলো। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ওয়ান এইট্টি ড্রিগ্রি ট্রান নেওয়া। তারা তাদের প্রথা, তাদের সামাজিক স্ট্যাটাস, পূর্বপুরুষদের রীতিকে প্রাধান্য দিল সত্যকে ঢেকে দিল এবং সবাই সম্মিলিতভাবে আওয়াজ তুলে বললো, ইব্রাহিমকে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হোক। শহরের সবাই মিলে জ্বালানির কাঠ জোগাড় করতে লাগল। এবং ধীরে ধীরে কাঠের এক বিরাট স্তুপ হয়ে গেলো। এরপর তারা সেখানে আগুন জালালো এবং সে আগুন এত প্রকান্ড আকার ধারন করলো যে তারা বুঝতেই পারছিলো না।

যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সেই আগুনে নিক্ষেপ করবে কিভাবে।
(চলবে…)

সংকলনে: প্রকাশক, মেহেরপুর প্রতিদিন।

হযরত ইব্রাহীম (আ:), পর্ব -১

আবুল আম্বিয়া নবীদের পিতা খালিলুল্লাহ আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইতিহাসের এমন এক ব্যক্তি যিনি ইসলাম, খ্রীষ্ট, ইহুদি তিনটি ধর্মেই সম্মানিত। যে ব্যক্তি মুসলিম জাতির পিতা যার বংশধরদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছেন বহু নবী-রাসূল এবং যার বংশধরদের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সে ব্যক্তির নাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। প্রত্যেকের জীবনেই আমরা নানা ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হই, পরীক্ষার মুখোমুখি হই। অনেক পরীক্ষায় আমরা সফল হই। আবার অনেক পরীক্ষায় ব্যর্থ হই এবং সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করি। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, যার সামনে আল্লাহ একের পর এক কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা রেখেছেন এবং প্রতিটি পরীক্ষাতেই তিনি পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছেন।

আমাদের জীবনে যদি কোনো দুশ্চিন্তা থেকে থাকে, দুঃখ কষ্ট থেকে থাকে, আমরা যদি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জীবনের দিকে তাকাই আমরা দেখব তিনি যেভাবে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। তার তুলনায় আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করছি এবং তার জীবন থেকে আমরা এটাও বুঝবো যে কারো জীবনে বেশি বেশি বাধা-বিপত্তি আসা মানে এই নয় যে আল্লাহ তার ওপর রেগে আছেন। বরং এমনও হতে পারে যে আল্লাহ তাকে এত বেশি ভালোবাসেন তার ঈমানের প্রতি আল্লাহর এতটা আস্থা রয়েছে যে আল্লাহ তার সামনে বিভিন্ন পরীক্ষা রেখেছেন। যেন সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সে আল্লাহর আরো কাছে চলে আসে। ঠিক যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার দৃঢ় ঈমানের পরিচয় দিয়ে খলিল্লুাহ বা আল্লাহর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবার মর্যাদা পেয়েছিলেন। যে ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে এক আল্লাহর এবাদত করার দিন

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার সন্তানেরা সেই বাণী প্রচার করে গেছেন হাজার হাজার বছর ধরে। এ এক আশ্চর্য বিষয় যে সে ব্যক্তিটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক সমাজে যাকে বলা যেতে পারে শিরকের এক আখড়া। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

তবে অনেক স্কলারদের মতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রাচীন ব্যাবিলন বা ব্যাবিলন শহরের তুড় পাহাড়ের অঞ্চলে। যা বর্তমান সময়ের ইরাকের ইল্লাহ শহরে অবস্থিত। আল হাকিমের হাসিদে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল সাঃ কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল নূহ (আ) ইব্রাহিম (আ:) এর মধ্যে গত বছরের ব্যবধান ছিল তিনি বলেছিলেন ১০ প্রজন্ম। যা অনেকে অনুমান করেন প্রায় ২ হাজার বছরের সমান। অন্যদিকে আততাইর বর্ণনা অনুযায়ী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর ইছা (আ:) এর মধ্যে আনুমানিক ২ হাজার বছরের ব্যবধান রয়েছে। সেটা যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে রয়েছে। তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রায় চার হাজার বছর আগে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া বাবিল শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে কাছির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন যুবহুর ওলামাদের মতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পিতার নাম ছিল আহলে এবং আহলে কিতাবরা উচ্চারণ করাত তালেহক। তার আরও একটি প্রচলিত নাম আছে যা হলো আযাহার এবং এই নামটি পবিত্র কুরআনে এসেছে।

কোন কোন স্কলারদের মতে তালেহ ছিল মেসোপটায়িম রাজ্যের প্রখ্যাত পুরোহিত এবং সে মূর্তি নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল। এর মধ্যে একটি দেবতা ছিল যার নাম দেয়া হয়েছিল আযাহার এবং তালেহ সেই দেবতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিল বিধায় তালেহ মানুষ আযাহার ডাকত। প্রাচীন সেই বাবলিন শহরে ততদিনে শিরহক ছড়িয়ে পড়েছিল পুরোদমে। এরকম এর শিরহকের প্রাণকেন্দ্রে শহরের সবচেয়ে সুপরিচিত ভাস্করের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এক ফুটফুটে শিশু। শৈশব থেকেই তার কৌতূহলের কোন অভাব ছিল না। চারপাশে যা কিছু ঘটছে তা নিয়ে চুপচাপ বসে ভেবে দেখার অভ্যাস ছিল। সে যত বড় হতে লাগল তত ভাবতে লাগল এইযে, আমার বাবা নিজ হাতে পাথর জোগাড় করে এনে ভাস্কর্য তৈরি করেন। সেই ভাস্কর্য আবার দেবতা হয় কি করে। আমার বাবা যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলো সে আবার আমার বাবাকে সৃষ্টি করলো কি করে। এই প্রশ্নগুলোর জবাব কখনোই তার কাছে মেলেনি। তাকে শুধু বলা হতো এটাই আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এভাবে ইবাদত করতেন। তাই আমরাও এভাবেই এবাদত করি। সামাজিকভাবে আযাহারের সন্তান সম্মানিত অবস্থানে পৌঁছানো খুব সহজ ছিলো। সে বিখ্যাত পুরোহিত

আযাহারের সন্তান।

এই পরিচয়েই আরাম-আয়েশে তার জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে সেই পথ বেছে নেয়নি বরং জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে লাগল এবং সামাজিক প্রথা গুলো নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। এবং এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে নির্জনে ধ্যানে মগ্ন থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি নাযিল হয়। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেন। নবুয়ত লাভ করার পর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার সমাজের মানুষদের কাছে যৌক্তিকভাবে এক আল্লাহর এবাদত করার আহ্বান জানাতে লাগলেন। এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম বিশেষভাবে তার পিতা আযাহারকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। আমরা দেখি যে ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম তার বাবাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে, শ্রদ্ধার সাথে ইসলামের পথে আহবান করে গেছেন। এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে, তিনি ছিলেন তবুও তিনি সঠিক ছিলেন। তার বাবাই ভুল পথে ছিল। তবুও তিনি রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি বরং ধৈর্য্যরে সাথে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ছেলের এমন আন্তরিক আবেদন আযাহারের হৃদয় হৃদয় ¯পর্শ করল না। হতে পারে সে সময়কার সবচেয়ে প্রখ্যাত পুরোহিত এবং মূর্তি নির্মাণকারী হিসেবে তার কাছে সামাজিক স্ট্যাটাস বড় ছিল। তার ছেলের আবেদনে অতিষ্ঠ হয়ে আযাহার বলল: ইব্রাহিম তুমি কি আমার দেবতাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? তুমি যদি এসব কর্মকান্ড বন্ধ না করো তোমাকে আমি পাথর মেরে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেবো। আমার সামনে থেকে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও। আমরা গল্প শোনার সময় এটা সচরাচর চিন্তা করিনা গল্পের মানুষদের সাথে যা ঘটছে তা আমার সাথে করলে কেমন হতো।

একবার চিন্তা করে দেখুন, আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে কোরআনের একটি আয়াত শেয়ার করলেন আর সেখানে হাজারো এংরি রিয়াক্ট। শত শত আক্রমনান্তক মন্তব্য আপনার পাশে দাঁড়ানোর মত একটা মানুষ নেই। এমন অবস্থায় যেই না আপনি ভাবছেন অন্তত আপনার পরিবারের মানুষ আপনার নিজের বাবা-মা আপনাকে বুঝবে। আপনি যে পথে আছেন সেটাকে সাপোর্ট করবেন। অমনি যদি তারাও আপনাকে গালমন্দ করে আর বলে পাথর মেরে আপনার মাথাটা ফাটিয়ে দেবে এবং আপনাকে বলে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যেতে। আপনার তখন কেমন লাগতো, কতটা ক্ষোভ, কতটা হতাশা, কতটা অভিমান জমা হতো আপনার মনে। অথচ এরকমই এক অবস্থায় ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তার বাবাকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে বললেন: একদিন বড় এক উৎসব পালন করা হবে, সেখানে হাজির হবে শহরের সব মানুষ। আযাহারও সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু উৎসবের ঠিক আগে ইব্রাহিম

আলাইহিসালাম তাকে জানালেন তার অসুখ। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে পারবেন না। বাস্তবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটি বিশেষ পরিকল্পনা ছিল। শিক্ষকতার একটি নীতি হলো কোনো মুখে বোঝালে শিক্ষার্থীর না বুঝে তাহলে তাকে এক্সপেরিমেন্ট বা প্রাক্টিক্যাল দেমনস্ট্রেশন এর মাধ্যমে বোঝানো উচিত। (চলবে..)

সংকলনে: প্রকাশক, মেহেরপুর প্রতিদিন